ব্রি ধান৬৯

উফশী চাষে দিলে মন
গুণে মানে পাবে ধন

ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৬৯ এর কৌলিক সারি Weed Tolerant Rice। উক্ত কৌলিক সারিটি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফিলিপিন্সে WuShan YouZhan এবং **PI312777 Genotype** এর সংকরায়নের পর বংশানুক্রম বাছাই (Pedigree selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত। গত কয়েক বছর আগে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উক্ত কৌলিক সারিটি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে Introduction করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। পরবর্তীতে ২০১২ এবং ২০১৩ সালে কৌলিক সারিটি বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের মাঠে পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় বোরো মৌসুমের জাত হিসাবে ছাড়করণের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। জাতটি ২০১৪ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বোরো মৌসুমে কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করে।

ব্রি ধান৬৯

জাতের বৈশিষ্ট্য

- উচ্চ ফলনশীল।
- গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেমি।
- চাল মাঝারী-মোটা, রং সাদা।
- ডিগপাতা খাড়া, প্রশস্থ ও লম্বা।
- ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৩.৯গ্রাম।

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান৬৯ জাতের জীবনকাল ব্রি ধান২৮ এর চেয়ে ৫-১০ দিন বেশি। কান্ড শক্ত তাই হেলে পড়ে না এবং শীষ হতে ধান ঝরে পড়ে না। অন্যান্য উফশী জাতের চেয়ে ২০% সার কম লাগে।

জীবনকাল: জাতটির জীবনকাল ১৪৫-১৬০ দিন।

ফলন: হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৭.৩ টন। তবে উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ৯ টন পর্যন্ত ফলন দিতে পারে।

চাষাবাদ পদ্ধতি

এ ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য উফশী বোরো ধানের জাতের মতই।

১. **বীজ তলায় বীজ বপন:** অগ্রহায়নের ১ তারিখ থেকে ৩০ তারিখ (১৫ই নভেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর)।
২. **চারার বয়স:** ৩৫-৪০ দিন।
৩. **চারার সংখ্যা:** প্রতি গুছিতে ২/৩টি।
৪. **রোপন দুরত্ব:** ২৫সেমি x১৫সেমি।
৫. মাঝারী উচু থেকে উচু জমি এ ধান চাষের জন্য উপযুক্ত।
৬. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):**

৬.১ ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক সালফেট
৩৫	১৩	১৬	১৩	১.৫

৬.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসটি, এমওপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট একসাথে প্রয়োগ করা উচিত। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা রোপনের ১০-১৫ দিন পর ১ম কিস্তি ৩৫-৪০ দিন পর ২য কিস্তি এবং ৫০-৫৫ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। জিংকের অভাব দেখা দিলে জিংক সালফেট এবং সালফারের অভাব দেখা দিলে জিপসাম উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

৭. **আগাছা দমন:** রোপনের পর অন্তত ২৫-৩০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।
৮. **সেচ ব্যবস্থাপনা:** কাইচথোর অবস্থা থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত রসের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তবে এডাব্লউডি পদ্ধতি ব্যবহার করা উত্তম।
৯. **রোগবালাই দমন:** ব্রি ধান৬৯ জাতে রোগবালাই ও পোকার আক্রমন প্রচলিত অন্যান্য জাতের চেয়ে অনেক কম। তবে রোগবালাই ও পোকার আক্রমন দেখা দিলে বালাইনাশক প্রয়োগ করা উচিত।
১০. **ফসল পাকা ও কাটা:** ধান কাটার উপযুক্ত সময় হলো ১-১৫ বৈশাখ (১৪এপ্রিল-২৮ এপ্রিল)।

ব্রি
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd